ধর্ম ও মানব মন

অর্পিতা আচার্য

'I do not believe God exists, I know God exists'. ফ্রয়েডীয় সাইকোঅ্যানালাইসিস থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে 'অ্যানালাইটিক সাইকোলজি' নামে ভিন্নতর এক মনোসমীক্ষণবাদী চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠাতা কার্ল গুস্তভ ইয়ুঙ্গকে যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি এই উত্তরটিই দিয়েছিলেন।

শৈশবকালীন যৌনতা নিয়ে ফ্রয়েডের কট্টর মতবাদের তীব্র সমালোচক ছিলেন ইয়ুঙ্গ। সেই সঙ্গে ফ্রয়েডীয় ব্যক্তিগত অবচেতনের ধারণার থেকেও যৌথ অবচেতন, যা সার্বজনীন archetype গুলিকে ধারণ করে আছে এবং যা পুরুষানুক্রমে বৃহত্তর মানবসমাজ বহন করে আনছে তার গুরুত্ব যা বার বার উল্লেখ করেছেন ইয়ুঙ্গ। আর এ প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, ধর্ম হলো এমন এক shared experience যা প্রতিটি দেশ ও সংস্কৃতি দীর্ঘদিন ধরে বহন করছে। এই ধর্ম বিশ্বাসের বীজ নিহিত আছে আমাদের যৌথ অবচেতনে। তাঁর মতে প্রত্যেক জীবনেরই আধ্যাত্মিক লক্ষ্য রয়েছে যা ভৌতিক লক্ষ্যের (material goal) চাইতে অনেক বেশি বৃহত্তর। জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল এই গভীর সত্যকে উপলব্ধি করা এবং নিজস্ব শক্তির পুনরুত্থান করা। প্রাচ্য দর্শন ও ধর্মের উপর ইয়ুঙ্গ এর বিশ্বাস ও দখল ছিল প্রবল। হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, তাওইজম এবং সেইসঙ্গে খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ ও জ্ঞান ইয়ুঙ্গ ধারণ করতেন। তাঁর মতে জীবনের আত্মশক্তির এই রূপান্তরই হল individualism বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যা আমাদের ব্যক্তিত্বকে নিয়ে যায় মানসিক সংহতির দিকে। ইয়ুঙ্গ তাঁর রুগীদের মনোসমীক্ষণ করতে গিয়ে স্বপ্ন বিশ্লেষণ শব্দ অনুষঙ্গ ইত্যাদি পদ্ধতির ব্যবহার করেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে প্রচলিত folklore এবং মাইথোলজি সমূহও তাঁর বিচার্য হয়।

এই বিচারের পরে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে এই সমস্ত প্রতীকগুলিই আসলে archetype এর ফলাফল। পৃথিবীর বিভিন্ন লোককথা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্যে এই আদিরূপগুলির পরোক্ষ দেখা মেলে। রূপকথা, বিভিন্ন লোকগীত, লোককথা, পুরাণ কাহিনি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে মূর্তরূপ নিয়ে এসব আদিরূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এসব লোকগাথাগুলি যৌথ অবচেতনের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে বলেই সবদেশের পুরাণ রূপকথা ধর্মের বিভিন্ন দেবতা উপদেবতাদের বর্ণনায় আমরা এত মিল খুঁজে পাই। দেশ, জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম নির্বিশেষে ভূত প্রেত ডাইনি পরি ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস দেখা যাওয়ার পিছনেও রয়েছে যৌথ অবচেতনে বংশগত ভাবে পরিবাহিত আদিরূপগুলির অবস্থান।

ইয়ুঙ্গ ধর্মকে দেখেছেন মানব মনের drive বা তাড়না হিসাবে যা প্রত্যেকটি মানুষের যৌথ অবচেনে অবস্থিত, জন্মসূত্রে। কাম হল জৈবিক প্রবৃত্তির ফলাফল। ধর্ম নয়। তাই তিনি বলেন—

"The spiritual propensity also appears in the psyche as an urge, indeed as a genuine passion. It is no derivative from some other drive, data principle 'sui generis' that is to say the form in which the motivating force must manifest."

ইয়ুঙ্গ তাঁর এই বিশ্বাস, বিশেষতঃ আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত বিশ্বাসের স্বরূপ বোঝার জন্য প্রায় সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন। মেক্সিকো, পূর্ব আফ্রিকা, সুদান প্রভৃতি অঞ্চলের আদিবাসীদের কাছে গিয়ে তিনি বহু তথ্য আহরণ করেন। বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি এসেছেন। ভারতবর্ষেও তিনি এসেছেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৭ সালে তাঁকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূমিত করে। চীনদেশের তাওইজম নিয়ে তাঁর আগ্রহের কথা আগেই বলেছি। তিনি তাও সম্প্রদায়ের একটি যৌগিক প্রক্রিয়া অনুধাবনের চেষ্টা করেন এবং নিজস্ব মনোচিকিৎসায় তা ব্যবহার করে অবচেতন অনুসন্ধানের ও চিকিৎসার প্রচেষ্টা করেন। বিখ্যাত চীন বিশেষজ্ঞ রিচার্ড উইলহেল্মের সঙ্গে একত্রে 'The secret of the Golden flower' গ্রন্থের রচনা তাঁর এই অনুসন্ধানেরই ফলাফল।

প্রবুদ্ধ ভারত (Prabuddha Bharata) নামক প্রবন্ধ রচনার পরপর ১৯৩৬-৩৭ সালের শীতে ইয়ুঙ্গ ভারতবর্ষে এসেছিলেন। বেলুড়মঠ পরিদর্শন করে তিনি আপ্লুত হন। বিশেষতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তি তাঁকে প্রভাবিত করে এবং পরে তিনি লেখেন, "Whatever the word 'Samadhi' might mean exatly, every Indian would associate it with the image of Ramakrishna in that state."

প্রথম অবস্থায় পাশ্চাত্য দর্শন কখনোই প্রাচ্য প্রদর্শনের ধারণার সঙ্গে মিল খাবে না এমন ধারণা পোষণ করলেও পরবর্তী সময় তাঁর মতামত পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরস্পরবিরোধী নয়, বরং সমান্তরাল, এই ধারণা ক্রমশঃ তাঁর মধ্যে দৃঢ় হয়ে ওঠে। Dr. steven Walker এর ভাষায় 'Jung's psychology moved closer and closer to the wellsprrings of Indian Spirituality'.

১৯৩৯ সালে লেখা প্রবন্ধ 'What India can Teach us" এ ইয়ুঙ্গ ভারতবর্ষের সমন্বয়ী ধর্মের প্রশংসা করে পাশ্চাত্য দেশের কাছে একে উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। তাঁর মতে ভারতীয় ধর্ম বিচ্ছিন্ন ভাবে মানবকে গ্রহণ করেনি, গ্রহণ করেছে 'The whole man from top to bottom'। ভারত ব্যক্তির ব্যতিসত্তাকে ভাগ করার মারণ পথে হাঁটেনি 'India avoided the fatal dissociation between upper and lower hale of the human personality."

১৯৪৩ সালে রচিত 'The psychology of Eastern meditation' এ ভারতীয় যোগ ও সমাধি নিয়ে তাঁর আলোচনা আবর্তিত হয়। রামকৃষ্ণদেব ও রামনা মহর্ষির আধ্যাত্মিকতার শিক্ষায় ইয়ুঙ্গ অনুপ্রাণিত হন। বিশেষতঃ শ্রী রামকৃষ্ণদেবের

ego সম্পর্কিত ধারণাকে ইয়ুঙ্গ আত্মস্থ করার চেষ্টা করেন এবং বলেন রামকৃষ্ণদেবের মতবাদে ছিল 'the shifting of the centre of gravity from the ego to self, from man to God.'

ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন ইয়ুঙ্গকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে জীবনের শেষ ভাগে তিনি নিজেকে একজন পরিবর্তিত মানুষ বলে মনে করতেন। জীবনের সংকটকে তিনি বর্ণনা করেন এভাবে, 'I have never since entirely freed myself of the impression that this life is a segment of existence which is entirely acted in a three dimensional box-like universe set up for it.'

এই সংকট, শূন্যতা ও দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেতে প্রাচ্য দর্শন ও ধর্ম তাঁকে পথ দেখিয়েছিল। হিন্দু যোগ-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের এই অনুভূতিকে তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'an incomparable, indescribable feeling of eternal bliss, such as I never could have imagined as being within the reach of human consciousness.'

ফ্রয়েডীয় যৌনতার ধারণাকে পাশে সরিয়ে রেখে যৌনতার থেকেও বড় যে অনুসন্ধান, জীবন—তার অর্থ, ধর্ম তার উৎস ইত্যাদি নিয়ে ইয়ুঙ্গ তাঁর জীবনের পরবর্তী সময় কাটিয়ে দেন।

ইয়ুঙ্গ-এর দর্শনের কিছু খামতি হল এই যে, ফ্রয়েডীয় যৌনতার ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে মুক্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অথচ অবচেতনকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মুখে প্রচার করলেও অবচেতন নয়, সচেতনই তাঁর ধারণায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ইয়ুঙ্গ-এর অবচেতন তাই কখনো কখনো যেন ফ্রয়েডের 'প্রাকচেতন' মাত্র। কোনো কোনো সময় ইয়ুঙ্গ উদ্বায়ী রোগের চিকিৎসায় যৌন শক্তির বিশৃঙ্খলাকে মেনে নিয়ে চিকিৎসা চালিয়েছেন অথচ শৈশবকালীন যৌন অবদমনকে পুরোপুরি মেনে নিতে তাঁর অসুবিধা হয়েছে। এই স্ববিরোধিতা তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতি ও দার্শনিক তত্ত্বে বারবার পরিস্ফুট হয়েছে। শৈশবে নয়, যৌবনেই যৌনতার আবির্ভাব হয় এটাই যদি ইয়ুঙ্গ এর মত হয়, তাহলে স্বপ্ন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বারবারই শৈশব-কামকে তিনি কেন এনেছিলেন সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর মেলে না। যৌবনেই যদি কামের আবির্ভাব ঘটে, তবে তার অবচেতনে বাসা বাঁধার কোনো কারণ থাকে না, তা সচেতনেই থাকবে। আসলে ইয়ুঙ্গ অবচেতনের অস্তিত্বে পুরোপুরি বিশ্বাস রাখতে পারেননি। শুধুমাত্র মনো-সমীক্ষণবাদের স্তরীয় ধারণার মোহে আবদ্ধ হয়ে সচেতনকে মনে মনে অধিক গুরুত্ব দিয়েও মৌখিকভাবে অবচেতনের কথা বলে গেছেন (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্ত)।

ধর্ম নিয়ে ইয়ুঙ্গ-এর তত্ত্বের বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, ইয়ুঙ্গ-এর এই ধারণা যুগের সংকটের ফলাফল।

ঈশ্বরের মৃত্যুর (Death of God) ঘোষণাকারী Nietzsche-র লেখার একাগ্র পাঠক ইয়ুঙ্গ পাশ্চাত্য ধর্মের অবনমন নিয়ে মানসিক সংকটে ভুগতেন। সেই সঙ্গে দুটি বিশ্বযুদ্ধ, এর সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় তাঁকে ধর্মের সুশীতল সমাধানের দিকে পরিচালিত করেছিল। পারমাণবিক অস্ত্রের ঝঙ্কার, মানব হত্যা ও বিশ্বব্যাপী নৈতিকতার অবনমন দেখে তিনি বলেছিলেন, 'A secret unrest gnaws at the roots of our being.' এই অনিশ্চয়তা তাঁকে ধর্মের দিকে ঠেলে দিলেও তাঁর এই ধর্ম সম্পর্কিত বিশ্বাসের জাগতিক ফলাফলকে সমালোচনা করে সাহিত্যিক তথা মনোবিদ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'মৌলশক্তি হিসাবে ধর্মের বিভিন্ন রূপে প্রকাশ ঘটতে পারে। সৃষ্টিমূলক কর্ম, যেমন বিভিন্ন ভজনালয়, দেবদেউল প্রভৃতি নির্মাণের মধ্যে, ধর্মযুদ্ধের মধ্যে অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে এর প্রকাশ ঘটতে পারে। প্রশ্ন এই যে, ধর্মের পক্ষে যদি এই প্রকার রূপান্তর গ্রহণ সম্ভব হয় তাহলে ধর্ম যে নিজেও কোন অধিকতর মৌলশক্তির প্রকাশ নয় তার প্রমাণ কি?'

ধর্মকে ইয়ুঙ্গ যে কারণে মৌলিক বৃত্তি মনে করেন, একই কারণে শিল্প, রাজনীতি, দর্শন ইত্যাদিকেও মৌলিক বৃত্তি মনে না করার কারণ কি? শরদিন্দু বলেন, 'ধর্মের প্রতি এই অহেতুক পক্ষপাতিত্ব এ বিষয়ে তাঁর অযৌক্তিকতারই পরিচয়।'

ইয়ুঙ্গ এর ব্যাখ্যাকার শ্রীমতী ফর্মহ্যাম বলেন, ধর্মের প্রচণ্ড শক্তি ধর্মকে মানবজীবনে অপরিহার্য করে তোলে। তিনি বলেন, 'It is the dynamism of the religious function that makes it both futile and dangerous to try to explain it away. This dynamism was expressed in the past in the great proselytizing movements, in crusades, religious ways and persecution, in heresy hunts and witch hunts, and in the creative efforts which caused men to build vast tombs and places of worship filled with every kind of treasure.'